কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

‘স্বেচ্ছাচারী’ অধ্যক্ষ

সোহেল হাফিজ, বরগুনা ▷

বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে চলছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. মাইনুল আহসানের ‘স্বেচ্ছাচারিতা’। অনিয়ম-দুর্নীতিতেও তিনি পিছিয়ে নেই। ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের অভিযোগ, টেন্ডার কারচুপি আর ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে গত তিন বছরে তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন সরকারের দুই কোটির বেশি টাকা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী জানান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান খাতে ঈদে মিলাদুন্নবীর নামে পাঁচ হাজার টাকার জিলাপি (মিষ্টান্ন) কিনে বিল করেন তিনি ৩০ হাজার টাকা। এক লাখ টাকায় বার্ষিক ম্যাগাজিন ছাপিয়ে বিল করেন তিনি দুই লাখ টাকা। ঠিকাদারের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা দামের খাট কিনে তিনি বিল দিয়েছেন ৫৬ হাজার টাকা। ব্যক্তিগত ভ্রমণে ব্যবহার করেন অফিশিয়াল গাড়ি। রাজধানী ঢাকায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষার খাতা আনেন তিনি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। অথচ অফিশিয়াল গাড়িতে ঢাকার ট্যার দেখিয়ে ভুয়া বিল বানিয়ে আত্মসাৎ করেন সরকারি টাকা। ফুলবাগান পরিচর্যা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণসামগ্রী বিশেষ করে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি কেনার নামেও সরকারের হাজার হাজার টাকা তিনি সুকৌশলে তছরুপ করেন।

মাইনুল আহসান

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইনস্টিটিউটের একাধিক এসি ত্রুটিপূর্ণ হলে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষকদের দিয়ে তিনি তা মেরামত করিয়ে নেন। অথচ ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে সেসব এসি মেরামতের বিল তুলে তিনি সরকারি টাকা পকেটে তোলেন। একইভাবে শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেইনিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের খরচে সিসি ক্যামেরা, সোলার ও সাউন্ড সিস্টেম কিনিয়ে সেসবের ভুয়া বিল বানিয়ে আত্মসাৎ করেন তিনি লাখ টাকা। এ ছাড়া অত্যবশ্যকীয় জনবল খাতে একাধিক কর্মচারীর নাম দেখিয়ে ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়েও তিনি বিল তোলেন নিজের ইচ্ছেমতো। নিয়মনীতির উপেক্ষা করে প্রশাসনিক ভবনেই বসবাস করেন তিনি। ওই ভবনের ছাদে কবুতর পালন করেন। সেই কবুতর পালনের কাজ করতে বাধ্য করেন সরকারি কর্মচারীদের।

অভিযোগ রয়েছে, ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়ার কথা থাকলেও লিখিতভাবে কখনোই কাউকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব দেননি তিনি। প্রধান সহকারী এমনকি হিসাবরক্ষকও জানেন না আয়-ব্যয়ের হিসাব। সবই তিনি নিজের মতো করে রাখেন।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, চলতি বছর কলেজের কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য ৩০ লাখ টাকার দরপত্র আহ্বানের পর তিনি নিজের পছন্দে ঠিকাদার নিযুক্ত করেন। যোগদানের পর থেকে তিন বছর ধরে স্থানীয় একটি ঠিকাদারচক্রের সঙ্গে যোগসাজশ করে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। এ ছাড়া স্পট কোটেশনের (আরএফকিউ) মাধ্যমেও তিনি বিভিন্ন কৌশলে দ্বিগুণ-তিনগুণ বিল করে অর্থ আত্মসাৎ করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা জানান, বছর বছর সরকারিভাবে যে অডিট করা হয়, সেখানে হিসাব-নিকাশের গরমিল ঠিক করা হয় মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে।

ভুক্তভোগী ঠিকাদার মাহমুদুল হাসান রিয়াদ জানান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাইনুল আহসান ২০১৪ ও ১৫ সালে কলেজের কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য প্রায় এক কোটি টাকার দরপত্র আহ্বানের পর ঠিকাদার নিযুক্ত করে নানা অপকৌশলে অর্ধ কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ের বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকসহ স্থানীয় একটি দৈনিকে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর নির্দেশনা থাকলেও মাইনুল আহসান সেসব বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়েছেন এমন সব দৈনিকে যার কোনো কপিই বরগুনা পৌঁছায় না। তিনি আরো বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০ লাখ টাকার কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের কাজও তিনি ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন তাঁর পছন্দের একই ঠিকাদারচক্রকে। অথচ এ কাজের কোনো দরপত্র বিজ্ঞপ্তিই কারো চোখে পড়েনি। তবে গোপনে খবর পেয়ে দরপত্র জমা দিতে গেলেও অধ্যক্ষ মাইনুল আহসানের পছন্দের সেই ঠিকাদারের ভাড়াটে সন্ত্রাসী বাহিনীর বাধার মুখে তা জমা দিতে পারেননি তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে উপঅধ্যক্ষ পদে মাইনুল আহসান প্রথম চাকরিতে যোগদান করেন বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। এরপর ২০১১ সালে তিনি বদলি হয়ে যান ভোলা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। ২০১৩ সালের ৩০ জুন তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে আবার যোগদান করেন বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী জানান, এক হাজার ছয় শ শিক্ষার্থীর এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৭ জন শিক্ষক ও ২৩ জন কর্মচারী রয়েছেন। পাঁচটি টেকনোলজি এবং একটি নন-টেক বিভাগ থাকলেও অফিস আদেশের মাধ্যমে কোনো শিক্ষককেই তিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব দেননি। কারিগরি বোর্ডের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কোনো শিক্ষককেই তিনি পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র দেখা ইত্যাদি বাবদ কোনো সম্মানী দেন না।

তবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাইনুল আহসান সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এক শ্রেণির শিক্ষক-কর্মচারী তাঁকে হেয় করার জন্য এসব অপপ্রচার চালাচ্ছেন। চলতি বছর দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি দ্য নিউ নেশন এবং দৈনিক জনতার কথা উল্লেখ করেন।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. অহিদুল ইসলাম এ বিষয়ে অবগত নন জানিয়ে বলেন, এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে।